প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কোটা পুনর্বহালের আবেদন

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সমুন্নত করা ও তাঁদের সামগ্রিক জীবন মান উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাওয়া সংগঠন Access Bangladesh Foundation, BLAST, CDD, DWS, DCF, DRRA, MJF, NCDW, Sightsavers, SDSL, Turning Point, VIPS and WDDF এর পক্ষ থেকে আমরা সকলকে স্বাগত, অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সাম্প্রতিক সময়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ১ম ও ২য় শ্রেণীর চাকুরীতে সকল প্রকার কোটা ব্যবস্থা বাতিলের সিদ্ধান্ত মন্ত্রীসভায় অনুমোদিত হওয়ার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী মানুষের পক্ষে উক্ত কোটা ব্যবস্থা পুর্নবহালের আবেদন জানানোর উদ্দেশ্যে আজকের এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের যৌক্তিক দাবিসমূহ আপনাদের নিজ নিজ সংবাদ মাধ্যমে প্রচার করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছাতে সহায়তা করে প্রতিবন্ধী মানুষের পাশে থাকবেন।

বন্ধুগণ আপনারা জানেন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিবন্ধী মানুষের যোগ্যতার বিচারে সমতা ও নায্যতার ভিত্তিতে আজও কর্মসংস্থান তৈরীর উপযোগী ব্যবস্থা বাংলাদেশে গড়ে উঠেনি। সমাজ, রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠান সমূহ এখনও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য সমতা ও নায্যতার ভিত্তিতে সমান দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগে অভ্যস্থ হয়ে উঠেনি। ফলে চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের (নারী ও পুরুষ) যোগ্যতাকে মুল্যায়ন না করে তাদের প্রতিবন্ধিতাকে বিবেচ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করেছেন যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষায় একটি উল্লেখযোগ্য মাইল ফলক। কিন্তু আইনটির পূর্ণ বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

আপনারা আরও অবগত আছেন যে, সাম্প্রতিক সময়ে সরকারি চাকুরিতে বিদ্যমান ৫৫ শতাংশ কোটা সংস্কার করে যৌক্তিক হারে কোটা সংরক্ষণের দাবিতে গড়ে ওঠা ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষিতে গত ৪ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে ১ম ও ২য় শ্রেণীর সরকারি চাকুরীতে সকল প্রকার কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা বাতিল করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। কিন্তু ঢালাওভাবে পুরো কোটা পদ্ধতি বাতিল করতে গিয়ে সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ এর আওতায় সংরক্ষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কোটা ও বয়স শিথিলের বিষয়টি বিবেচনায় রাখেননি। এমনকি, এই সংক্রান্ত কোন দিকনির্দেশনাও জারিকৃত পরিপত্রে নেই। এমনতাবস্থায়, বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী মানুষ দেশের চলমান উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় সমান অংশীদার হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়ে ভীত এবং সরকারি চাকুরি প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি বৈষম্য বাড়বে।

আপনারা জানেন, ১৯৮৯ সালে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা ১৬ দফা দাবী নিয়ে এক বিশাল আন্দোলন গড়ে তুলেছিল এবং তাঁদের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ১৩ দফা দাবী মেনেও নেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৯০ সালে তৎকালীন সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সরকারের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর চাকুরিতে ১০% প্রতিবন্ধী ও এতিম কোটা ব্যবস্থা চালু করে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১২ জানুয়ারী ২০১২ সালে প্রজ্ঞাপন নং ০৫.০০.০০০০.১৭০.০৭.০৫৭.১১-১৫ বিডি শাখা ১ হতে প্রকাশিত বিসিএস ক্যাডার সার্ভিস এবং অন্যান্য ১ম ও ২য় শ্রেনীর সরকারি চাকুরিতে শর্তসাপেক্ষে শুন্য কোটায় ১% কোটা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগের জন্য সংরক্ষণ করা হয়।

প্রিয় বন্ধুগণ,

বহু সংগ্রাম আর আত্মত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া এদেশের স্বাধীনতা ও এর সংবিধান গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। সকলে জন্য সমতা ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারকে সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। সংবিধানের ১৪ ও ১৫ (খ) অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভবে উল্লেখ আছে যে, সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সকল প্রকার বৈষম্য ও শোষণ থেকে মুক্ত রাখার এবং তাদের কর্মসংস্থানের অধিকার নিশ্চিত করার মৌলিক দ্বায়িত্ব রাষ্ট্রকে পালন করতে হবে। শুধু তাই নয়, সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনে যেকোন বিশেষ ব্যবস্থাও রাষ্ট্র গ্রহণ করতে পারবে এবং তা করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে কোন কিছুই নিবৃত করবে না বলেও সংবিধানের ২৮ এর (৪) অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে। এমনকি

সরকারি কর্মে নিযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা ও প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনে যেকোন বিশেষ বিধান প্রণয়নের কথাও সংবিধানের ২৯ (৩) (ক) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে।

অতএব, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভবে পিছিয়ে থাকা প্রতিবন্ধী মানুষের প্রজতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ পাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ বিধান বা ব্যবস্থার আনুকূল্য পাওয়া একটি সাংবিধানিক অধিকার। এখানে স্পষ্টতঃই উল্লেখ যে সংবিধান স্বীকৃত বিধানে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী, নারী ও অন্যন্য সংখ্যা লঘু সম্প্রদয়ের (নৃতাত্বিক/ আদিবাসী) মানুষেরা সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশ। তাদেরকে উন্নয়নের মুলস্রোতধারায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য চাকুরীর কোটা সংরক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রিয় সুধী,

আপনারা আরও অবগত আছেন যে, জাতিসংঘ গৃহিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদে বাংলাদেশ সরকার ৯ মে, ২০০৬ সালে স্বাক্ষর করেন এবং অনুস্বাক্ষর করেন ৩০ নভেম্বর, ২০০৭ সালে। অনুস্বাক্ষরের মাধ্যমে সনদে উল্লেখিত ধারাসমুহ বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা তৈরী হয়।

এই সনদের ২৭ অনুচ্ছেদে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মে নিয়োগ পাওয়ার ও একীভূত কর্মপরিবেশ পাওয়ার অধিকার সুরক্ষার বিষয়ে রাষ্ট্রের বাধ্যবধকতার কথা উল্লেখ রয়েছে। এই সনদের আলোকে গৃহীত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ এর তফসিল ১০ এর (ঙ) অনুযায়ী সরকারি-বেসরকারি চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত বয়সসীমা শিথিল করা এবং যথাযথ কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ এর ধারা ১৬ এর (ঝ) অংশে বর্ণিত আছে যে, 'সরকাররি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মে নিযুক্তি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার। আইনের তফসিল {ধারা ২(৭) দ্রষ্টব্য} ১০) কর্মসংস্থান (ক) অংশে আরও বর্ণিত আছে যে, 'যথাযথ নীতিমালার আওতায় সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র শনাক্তকরণসহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি করা" সরকারের দায়িত্বগুলোর একটি। আইনের তফসিল {ধারা ২(৭) দ্রষ্টব্য} ১০) কর্মসংস্থান (ঙ) অংশে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে যে, 'সরকারের নীতিমালা সাপেক্ষে, সরকারি-বেসরকারি, সংবিধিবন্ধ সংস্থা ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত বয়সসীমা শিথিলকরণ এবং যথাযথ কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা' করতে হবে।

অতএব, কর্মে নিয়োগে বিশেষ বিধান বা ব্যবস্থা বা সংরক্ষিত কোটা পাওয়ার অধিকার আন্তর্জাতিক সনদ, দেশীয় আইন ও সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার। সাম্প্রতিক সময়ে সরকারের কোটা বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রতিবন্ধী মানুষকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করার সামিল।

সুপ্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগন,

আপনারা অবগত আছেন যে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও বিশ্বব্যাংক এর তথ্য অনুযায়ী বিশ্বের ১ বিলিয়ন মানুষ প্রতিবন্ধী যাদের ৮০ শতাংশই বসবাস বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। আমাদের দেশের খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০১০ অনুযায়ী আমাদের দেশে প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৯.০৭ শতাংশ। আবার ২০১১ সালের জরিপ অনুযায়ী এই সংখ্যা ১.৪১ শতাংশ। অন্যদিকে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজ সেবা অধিদপ্তর তাদের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি চিহ্নিতকরণ জরিপের মাধ্যমে প্রায় ১৫ লক্ষাধিক প্রতিবন্ধী মানুষ চিহ্নিত করেছেন। তবে বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী মানুষ মনে করে এই সংখ্যাগুলোর কোনটিই প্রতিবন্ধী মানুষের সঠিক সংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করে না। আমরা মনে করি প্রতিবন্ধী মানুষের সঠিক সংখ্যা নির্ধারণেও সরকারের আন্তরিক পদক্ষেপ জরুরি। প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা নিয়ে যত বিতর্কই থাকুক না কেন, এই বিশাল সংখ্যক প্রতিবন্ধী মানুষকে বাংলাদেশের উন্নয়নে সামিল করা অত্যাবশ্যক। শিক্ষা, চাকুরী ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এখনও প্রতিবন্ধী মানুষের সমান প্রবেশগম্যতা ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত হয়নি। এখনও সকলের জন্য গুণগত মানের একীভূত শিক্ষা ও কর্ম উপযোগী কারিগরি শিক্ষায় প্রতিবন্ধী মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়নি। কিন্তু দেশ এগিয়ে চলেছে উন্নয়নের মহাসড়কে। ইতোমধ্যেই মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে আমাদের দেশ। দেশজ প্রবৃদ্ধি প্রতিবছর ৭ শতাংশ হারে অর্জিত হচ্ছে। শিক্ষার ও কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত তুলনামূলক ভাবে পিছিয়ে

থাকা এই প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী অপ্রতিবন্ধী মানুষের সাথে প্রতিযোগিতা করে উন্নয়নে সমান অংশীদার হবে এমন ভাবার কোন সুযোগই নেই। তার উপর প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য সংরক্ষিত কোটা বাতিল হওয়ার কারণে প্রতিবন্ধী মানুষ বেশী বঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়বে বলেই আমরা মনে করি।

প্রিয় বন্ধুগণ

আপনারা জানেন পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী হিসেবে কখনই আমাদের পথ চলা সহজ হয়নি। প্রতি পদে আমাদেরকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এই সংগ্রামের সাথি হয়েছেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন, আইন সহায়তা প্রদান কারি সংগঠন এবং প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য কর্মরত সংগঠন।

একজন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী হাজার রকমের বাধা অতিক্রম করে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ যথা সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং দেশের সুনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে লেখাপড়ার সর্বোস্তর পর্যন্ত পৌছাতে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। এরপর চাকুরি প্রার্থী হলে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বে শুধুমাত্র প্রতিবন্ধিতা থাকায় এবং চাকরি দাতাদের উদার মানুষিকতা না থাকার ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী চাকুরি প্রার্থীরা চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের শিকার হয়। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে চাকুরির পরীক্ষায় কৃতিত্ত্বের সাথে উর্ত্তীর্ণ হবার পর, যখন সেই প্রতিবন্ধী ব্যাক্তি নিয়োগের মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে, তখন র্বোডে থাকা দায়িত্বরত ব্যক্তিদের মাঝে তার প্রতিবন্ধিতা নিয়ে নানা ধরণের প্রশ্ন সৃষ্টি হয়। অবশেষে তাকে শুধুমাত্র প্রতিবন্ধিতার কারণে চাকুরিতে যোগদানের সুযোগ দেওয়া হয় না। মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও শুধু প্রতিবন্ধীতার কারণে দেশের উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণে বাধা দেওয়া মানবাধিকার ক্ষুন্ন করার সামিল।
প্রতিবন্ধী চাকুরি প্রার্থীদের জন্য কোটায় মাধ্যমে নিয়োগে কিছুটা বাধ্যবাধকতা তৈরী হয়েছিলো যদিও সে কোটায় নিয়োগ পেতে প্রতিবন্ধী মানুষকে কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে অনেক।

৩২ তম বিসিএস পরীক্ষায় স্বপন চৌকিদার নিয়োগের জন্য সকল শর্ত মেনে আবেদন করলেও পিএসসি তাকে প্রবেশপত্র প্রদানে অস্বীকৃতি জানানোয় বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস এন্ড ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), আইন সালিশ কেন্দ্র এবং এডিডি ইন্টারন্যাশনাল ২০০৮ সালে (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগ পরিক্ষা) বিধি ১৯৮২, সিডিউল ৩কে চ্যালেঞ্জ করে হাই কোর্টে রিট দায়ের করে। রিটকারীরা মনে করেন এটি সংবিধানের অুনচ্ছেদ ১৫, ১৯ (২) , ২৭ এবং ২৯ এর লঙ্ঘন। এই রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট ৮ জুন, ২০১০ তারিখে সরকারি কর্ম কমিশনের বিধি ১৯৮২ এর সিডিউল ৩ সংবিধানের সাথে যতখানি সাংঘর্ষিক ততখানি কেন অসংবিধানিক ঘোষনা করা হবে না মর্মে কারণ দর্শানের আদেশ জারি করেন। বর্তমানে রিটটি শুনানীর জন্য অপেক্ষামান আছে।

এই রীটটি দায়ের করার পর পিএসসি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরীক্ষায় অংশগেহণের সুবিধার্থে শ্রুতি লেখক ব্যবহারের সুবিধা দিচ্ছে এবং বিসিএস ক্যাডার সহ ১ম ও ২য় শ্রেণীর সরকারি চাকুরিতে ১% কোটা সংরক্ষণের বিধান অনুসরণ করছে। *ASK, BLAST and others vs. Bangladesh and others* [PSC Disability Discrimination Case] Writ Petition No. 2932 of 2010

আইনের আদেশ মান্য করে প্রতিবন্ধী মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা সাপেক্ষে রাষ্ট্রের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় আমরা রেখে জানাতে চাই প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সহ নারী, নৃতাত্ত্বিক/আদীবাসী ও অন্যান্য পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর জন্য নায্যতার ভিত্তিতে মানবাধিকার সমুন্নত করুন।

প্রিয় সুধী,

সত্যই আমাদের দেশ সোনার বাংলাদেশ হওয়ার পথে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে চলেছে। এই চলার পথে আমরা প্রতিবন্ধী মানুষও সমান অংশীজন হতে চাই। আমরা বিশ্বাস করি সমাজের সকল মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের জন্য সরকার আন্তরিক ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশ ও পৃথিবীকে বদলে দেওয়ার

এই অঙ্গীকার পূরণে গৃহীত সকল কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হওয়া থেকে প্রতিবন্ধী মানুষসহ অন্যান্য প্রান্তিক মানুষ যেন বাদ পরে না যায় সেজন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা সময়ের দাবি।

প্রতিবন্ধী মানুষরা কারো করুণা নয়, কর্মসংস্থানের অধিকার নিয়ে যথোপযুক্ত ও সম্মানজনক কর্মে নিয়েজিত থেকে দেশ জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখার মাধ্যমে সোনার বাংলাদেশ গড়ার সমান অংশীদার হিসেবে থাকতে চাই। সেজন্য আমরা প্রতিবন্ধী মানুষের পক্ষে নিম্নলিখিত দাবিসমূহ আপনাদের মাধ্যমে সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরছি -

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর দাবিসমূহ:

১. ১ম ও ২য় শ্রেণীর চাকুরিতে ৫% কোটা শর্তহীন ভাবে সংরক্ষন করা। ৫% কোটাকে প্রতিবন্ধিতার ধরণ অনুযায়ী ভাগ করে দেওয়া।
২. ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কোটার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ৫% কোটা সুনির্দিষ্টভাবে সংরক্ষণ করা।
৩. সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সমূহে ৫% কোটা সংরক্ষণ করা।
৪. নিয়োগের প্রক্রিয়ায় কোটা পূরণে নারী ও পুরুষের সমতা নিশ্চিত করা।
৫. প্রতিবন্ধী নারী সহ সকল ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সরকারী ও বেসরকারী চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা।

আমরা আশা করি, সরকার আমাদের এই বক্তব্যসমূহ গ্রহণ করে প্রবিতন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষায় এগিয়ে আসবেন।

*** নোট ;**

১। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদার সাথে সমন্বয় করে আমরা ৫% কোটার কথা বলছি। কেননা অতীতের অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে ১ম ও ২য় শ্রেনীর চাকুরিতে অধিকসংখ্যক প্রতিবন্ধী পুরুষ ও নারী প্রতিযোগিতা করছে।

২। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেনীর চাকুরিতে এতিম ও প্রতিবন্ধী কোটা এক সাথে হওয়ায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী নিয়োগ প্রার্থীরা বঞ্চিত হয়।

৩। ৩২ তম বিসিএস পরীক্ষায় স্বপন চৌকিদার নিয়োগের পরীক্ষায় প্রবেশপত্র প্রদানে অস্বীকৃতি জানানোয় হাই কোর্টে যে রিট দায়ের করা হয়েছিলো সেটি বৈষম্য রোধের জন্য। তেমনই বৈষম্য রোধের জন্য উদ্যোগের অংশ হিসেবে আরো কিছু রেফারেন্স উল্লেখ করা হলোঃ

১। *BLAST, ASK and others vs. Bangladesh and others* [Disability Based Discrimination in Employment Case] Writ Petition No. 2652 of 2008

২। *Mohammad Sarwar Hossain Khan and others v Bangladesh and others* [Disability Discrimination Case] Writ Petition No. 3437/1997

৩। *BLAST and others vs. Bangladesh and others* [JSC Disability DiscriminationCase] Writ Petition No. 2867 of 2010

৪ |*ASK, BLAST and others vs. Bangladesh and others* [PSC Disability Discrimination Case] Writ Petition No. 2932 of 2010